১

সকাল সাড়ে দশটা বাজে। আত্রেয়ী পাঁচ তলার ব্যালকনির ইজি চেয়ারে বসে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাস, মিনিবাস, গাড়ির যাওয়া আসার শব্দ এত দূর থেকেও আত্রেয়ীর কানে আসছে। রাস্তার দু'পাশের ফুটপাথ দিয়ে ব্যস্ত মানুষের যাওয়া আসাও চোখে পড়ছে। এই ব্যালকনিটা আত্রেয়ীর খুব প্রিয় ছিল একসময়। সকাল, সন্ধ্যায় সময় পেলেই সে এসে বসত ব্যালকনির এই ইজি চেয়ারটাতে। বিয়ের পর থেকে গত এক বছরে মা-বাবার কাছে প্রায়ই সে এসেছে, কিন্তু এই ব্যালকনিতে এসে বসার সময় পায়নি সে। আজ সে সকাল থেকেই বসে আছে, সকালের চা-টাও এখানে বসেই খেয়েছে।

আজ তার কোনো কাজ নেই, কাল রাতে সে রুদ্রর সাথে ঝগড়া করে এক কাপড়েই বেরিয়ে এসেছিল। বাড়িতে ঢুকতেই তার মুখ দেখে মা-বাবা বুঝেছিলেন যে সে রুদ্রর সাথে ঝগড়া করে এসেছে। বুঝলেও মা বা বাবা কেউই আত্রেয়ীকে মুখে কিছু বলেননি। আত্রেয়ীর মা, আন্দাজেই বুঝে গিয়েছিল যে সে না খেয়েই এসেছে। তাই তার মা নিজে খেতে বসার সময় আত্রেয়ীকে ডেকে নিয়েছিল। আত্রেয়ী সামান্য খেয়েই উঠে পড়েছিল। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল লাইট নিভিয়ে। সকালে উঠতেও আত্রেয়ীর মা, আত্রেয়ীকে কিছু বলেননি। তবে আটটা নাগাদ তার মা ব্যালকনিতে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কিরে, তুই কি আজ অফিস যাবি না?' আত্রেয়ী উত্তরে বলেছিল, 'না, মা! আজ শরীরটা ভীষণ ম্যাজ ম্যাজ করছে। অফিস যাবো না। বেলায় অফিসে ফোন করে জানিয়ে দেব।'

আত্রেয়ী কোলের ওপর থেকে মোবাইল ফোনটা তুলে নিয়ে

তার বস মিস্টার দাস, যাকে আত্রেয়ী সুবীরদা বলেই সম্বোধন করে, সেই সুবীরদাকে ফোন করে বলল, 'হ্যালো! সুবীরদা! শরীরটা ঠিক নেই। আজকের দিনটা ছুটি নিচ্ছি।' ওপাশ থেকে তার বস সুবীরদার গলা, 'ঠিক আছে। কালকে আসছো তো?' আত্রেয়ী বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চই। শুধু আজকের দিনটা।' সুবীরদা বলল, ওকে, টেক কেয়ার বলেই ফোনটা কেটে দিল। আত্রেয়ী দেখলো সামনে এসে মা দাঁড়িয়েছেন। মা'র দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'তোর জল-খাবার কি এখানেই দেব, না তুই ডাইনিং টেবিলে আসবি?' আত্রেয়ী বলল, 'বাবাকে তো আগে দিয়ে নাও।' তার মা বললেন, 'ও মা! তোর বাবা তো খেয়ে কখন অফিস বেরিয়ে গেছে। আসলে তুই ব্যালকনিতে বসে আছিস, তাই বোধ হয় খেয়াল করিস নি, কটা বাজে।' আত্রেয়ী শুনে বলল, 'এখানেই নিয়ে এসো না, তোমারটাও এখানেই নিয়ে এসো। আমি ঘর থেকে আর একটা চেয়ার এনে পাশে রাখছি।' আত্রেয়ীর মা চলে যেতে, সেও উঠে নিজের বেড রুম থেকে মোল্ডেড চেয়ারটা এনে ইজি চেয়ারের পাশে রেখে, তাতেই বসে পড়লো।

আত্রেয়ীর মায়ের লুচি, তরকারি খাওয়া শেষ হতেই, চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'কি নিয়ে রুদ্রর সাথে মন কষাকষি হলো?' আত্রেয়ীও তখন সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে। সে পর পর দু'বার চায়ে চুমুক মেরে চায়ের কাপটা প্লেট সমেত নামিয়ে রেখে বলল, 'তোমার জামাই কোনোদিন বদলাবে না আর। সে তার জেদ ছেড়ে বেরোতে চাইছে না। তোমাকে তো আগেই বলেছি, যে আমি এত করে বলা স্বত্বেও সে এই চাকরিটা ছাড়বে না। রুদ্র চাইলে মাসে মাসে চাকরি বদল করতে পারে। তুমি জানো রুদ্রর কোয়ালিফিকেশন আর এক্সপেরিয়েন্স। কিন্তু জানি না, এই চাকরিতে যে ওর কিসের মোহ? মাসের মধ্যে পনের দিন তো ট্যুরে বাইরে থাকে আর সেই পনের দিন আমার ভীষণ একা লাগে। গত পরশুই ও দিল্লীর কনফারেন্স এটেন্ড

করে তিন দিন পর ফিরলো। কাল অফিস থেকে সে ফিরেই দেখি আবার লাগেজ গোছাচ্ছে। জিজ্ঞেস করতেই বলল, "কাল সকালের ফ্লাইটে আমাকে ব্যাঙ্গালোর যেতে হবে। ব্যাঙ্গালোর অফিসের পারফরমেন্স অডিট আছে। প্রায় তিন-চার দিন লেগে যাবে।" শুনে আমি বললাম, "তুমি কি একা যাচ্ছো?" তোমার জামাই হেসে বলল, "আমি জানতাম, তুমি ঠিক এই প্রশ্নটাই আমাকে করবে। হ্যাঁ, নেহাও আমার সাথে যাচ্ছে।" আমি এরপর আর রুদ্রর সাথে কথা বাড়াই নি, সোজা চলে এসেছি তোমার কাছে। তুমিই বলো, ও যেখানেই যাবে, সেখানেই কি নেহাকে নিয়ে যেতে হবে? আমাদের অফিসের সিনিয়ার অফিসারদেরও প্রায়ই বাইরে ট্যুরে যেতে হয়। কিন্তু কই, তারা তো তাদের সঙ্গে তাদের পার্সোনাল সেক্রেটারিকে নিয়ে যায় না। রুদ্র এভাবে আমাকে আর কত দিন বোকা বানিয়ে রাখবে?' কথা বলতে বলতে আত্রেয়ী শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল।

আত্রেয়ীর মা চায়ের কাপটা পাশে রেখে ইজি চেয়ার থেকে উঠে আত্রেয়ীর সামনে হাটু গেড়ে বসে তার হাত দুটো ধরে বললেন, 'এ ভাবে কাঁদিস না। আমার মনে হয়, তোর রুদ্রকে বুঝতে কোথাও ভুল হচ্ছে।' আত্রেয়ী মুখ থেকে আঁচলটা সরিয়ে বলল, 'না, মা! আমার কোথাও বুঝতে ভুল হচ্ছে না। আমি এক বছর ধরে অনেক সহ্য করেছি। আর না। আমি কাল রাত্রেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমি রুদ্রকে ডিভোর্স দেব। আমি আর ওর সাথে এক মুহূর্ত থাকতে চাই না।'

আত্রেয়ীর মা আবার উঠে নিজের ইজি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'একটা কথা ভেবে দ্যাখ, রুদ্র তোদের বিয়ের পাঁচ বছর আগে থেকেই ওই কোম্পানিতে চাকরি করছে। বছর তিনেক আগে যখন রুদ্র প্রমোশন পেয়ে জি এম (ফাইন্যান্স) হলো, তখন থেকেই তো ওই মেয়েটি ওর পার্সোনাল সেক্রেটারির কাজ করছে।